তাং 24 OCT 2012
পৃষ্ঠা 2

যুগান্তর

বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা বিধিমালা নিয়ে বাকযুদ্ধ চরমে

যুগান্তর রিপোর্ট

বাংলাদেশে বিদেশী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনার বিধিমালা প্রণয়ন নিয়ে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিকপক্ষের 'বাকযুদ্ধ' চরমে উঠেছে। মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়নে গঠিত কমিটির 'উপ-কমিটি'র এক সভা ছিল। ওই সভায়ও উভয়পক্ষ বিপরীতমুখী অবস্থান নেন। এমনকি এ নিয়ে তারা পরস্পরের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি-পাল্টাযুক্তি উপস্থাপন করেন। যে কারণে দীর্ঘ দু'ঘণ্টা বৈঠক করার পরও খসড়া বিধিমালা চূড়ান্ত হয়নি। বৈঠক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এদিকে অভিযোগ উঠেছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকপক্ষের বাধার মুখে 'ক্রসবর্ডার হায়ার এডুকেশন (সিবিএইচই) বিধিমালা' তৈরিতে বিলম্ব ঘটছে। ২০১০ সালের ১৮ জুলাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১২ পাস হয়। এরপর ২৭ মাস পার হলেও ওই আইনের অধীনে 'বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা বিধিমালা' প্রণীত হয়নি। তবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিক সমিতি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা এর শাখা স্থাপনকারী বা উদ্যোক্তাদের অভিযোগ, দেশে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে লেখাপড়ায় প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবে। বিশেষ করে নামকরা কোন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষার্থীরা পড়বে না। এ কারণে তারা বিধিমালা প্রণয়নের নামে কমিটিতে থেকে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করছেন। এর ফলে পিছিয়ে যাচ্ছে দেশে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরুর প্রক্রিয়া। তারা দাবি করেন, প্রতিবেশী দেশ ভারতসহ অনেক দেশেই এখন ভিনদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ফলে একদিকে ঘরে বসেই বিদেশী ডিগ্রি মিলছে। বিপরীত দিকে, প্রচুর বিদেশী মুদ্রা বহির্গমন বন্ধ হবে। বাংলাদেশের ফি বছর অন্তত ১৫ হাজার শিক্ষার্থী বিদেশে পড়তে যায়। দেশে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা হনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠিত হলে তারা আর বিদেশে পড়তে যাবে না। এছাড়া শুধু বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়, দেশের সব ধরনের সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রক হচ্ছে সরকার। জনস্বার্থ বিঘ্নিত হলে সরকার ইচ্ছা করলেই আইনের বলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে পারে।

জবাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিকপক্ষ বলছে, এ দেশে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সুযোগ পেলে তারা সনদ বিক্রি করবে। অনেকেই 'ব্রিফকেস ইউনিভার্সিটি' প্রতিষ্ঠা করবে। কেননা এখনও অনেকেই পিএইচডি ডিগ্রিসহ আইন, বিজনেস স্টাডিজ, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসা শাস্ত্রসহ বিভিন্ন ডিগ্রির সনদ দিচ্ছে। বিশেষ করে অনেকেই রাতারাতি 'ড.' হয়ে যাচ্ছেন। এই ধরনের জালিয়াতির দায়ে সম্প্রতি পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের (আরইবি) এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ধরা পড়েছেন। তারা বলেন, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় এলে এভাবে সনদধারী গ্রাজুয়েট সৃষ্টি হবে। তারা আরও বলেন, বিদেশে শিক্ষার্থী পড়তে যাওয়ার যে দৃষ্টান্ত দেয়া হচ্ছে, তাদের বেশিরভাগ আসলে ভাগ্যান্বেষণে যায়। দেশে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলেও এই যাওয়া বন্ধ হবে না।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিক সমিতির সহ-সভাপতি আবুল

মঙ্গলবারের বৈঠকে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি

কাসেম হায়দার বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় উদ্যোক্তাদের অভিযোগের ব্যাপারে বলেন, সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তারা বিধিমালা প্রণয়নে বিঘ্ন ঘটানোর যে অভিযোগ করছেন, তা একেবারেই অমূলক। কেননা, বিধিমালা করছে সরকার। এখানে তাদের বাধা দেয়ার কিছুই নেই। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে অনেকেই বিদেশী ক্যাম্পাসে রয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ রয়েছে। এ কারণেই ২০০৭ সালের ৭ মে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) এ ধরনের ৫৬টি প্রতিষ্ঠান বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল।

বাংলাদেশে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাদের একজন হলেন সুমন তালুকদার। তিনি বলেন, বিধিমালা প্রণীত হলে দেশে অনেক বিদেশী নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় আসবে। তার কাছেই 'ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটি'র প্রস্তাবনা রয়েছে। বিধিমালার অভাবে তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কাজ করতে পারছেন না। তিনি আরও বলেন, শিক্ষা নিয়ে কেউ বাণিজ্য করুক তা তারাও চান না। এ কারণেই তারাও চাচ্ছেন এ নিয়ে কঠোর আইন বা বিধিমালা হোক। এ প্রসঙ্গে তিনি বিধিমালায় বিদেশে ভর্তির বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করার দাবি করেন। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা স্থাপনে উদ্যোক্তাদের আরেকজন হলেন লায়ন এন কে বাশার।

তিনি বলেন, ২০০৫ সাল থেকে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স পরিচালনায় ... বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস কিংবা টিউটোরিয়াল/স্টাডি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে আইন বা বিধিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়। তৎকালীন ও পরে বর্তমান সরকার এজন্য উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকদের বিরোধিতার কারণে তা পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। যে কারণে ইউজিসি বিধিমালার খসড়া করলেও তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে বিলম্বিত হচ্ছে। তিনি বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকদের নিয়ে সর্বশেষ যে খসড়া বিধিমালা তৈরি হয়েছে তাতে নানাবিধ অসঙ্গতি রয়েছে। তাতে কোন কোন ক্ষেত্রে মূল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশী কোর্স পরিচালনার সুযোগ না থাকলেও বিধিমালায় তা সুকৌশলে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। খসড়া প্রস্তাবে বিদেশী প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উচ্চ ফি নির্ধারণের আড়ালে প্রকৃত শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানও নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। এ নিয়েই মঙ্গলবারের বৈঠকে দু'পক্ষের 'বাকযুদ্ধ' ছিল।

বিধিমালা প্রণয়ন উপ-কমিটির সভাপতি অধ্যাপক আমিনুর রেজা চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, মন্ত্রণালয়ের সভায় উভয়পক্ষই ছিল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কথা বলেছেন। তা শুনে তিন সদস্যের আরেক উপকমিটিকে কাজ করতে বলা হয়েছে। তিনি জানান, কে চাইল আর কে চাইল না— সেটি তাদের বিবেচ্য বিষয় নয়। বিধিমালা প্রণয়নে কোন পক্ষপাতিত্ব থাকবে না। দেশের জন্য ভালো হয়, এমন কিছুই প্রাধান্য পাবে। আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন, বিদেশী ভর্তির বিষয়টি তাদের কাজের আওতায় পড়ে না। শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী জানান, বিদেশে ভর্তির কনসালটেন্সি ফার্মের ব্যাপারে পৃথক আইন দরকার। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নেবে।

এর আগে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ ব্যাপারে বলেন, বিধিমালা প্রণয়নের জন্য দেশে সবচেয়ে ভালো যারা তাদেরই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সুতরাং কোন পক্ষপাতিত্ব হওয়ার সুযোগ নেই। এরপরও যদি তারা তাদের প্রতি আস্থা না রাখেন তাহলে প্রয়োজনে পুনরায় উদ্যোগ নেয়া হবে।